بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় আহযাবের যুদ্ধে পরিখা খননের বিবরণ এবং সে সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় আহযাবের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এ আলোচনা করা হয়েছিল যে, খয়বারের ইহুদীরা শত্রুতা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কাফিরদের বিভিন্ন গোত্রকে একত্রিত করে মদীনায় সম্মিলিত আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। এ সংবাদ শুনে মহানবী (সা.) সুলাইত এবং সুফিয়ান বিন অওফ আসলামী (রা.)-কে তাদের গতিবিধি জানার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে শত্রুরা তাদের দু'জনকে দেখে আটক করতে চায়। ফলে তারা উভয়ে লড়াই করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। এরপর তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসা হলে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে মদীনায় একই কবরে তাদেরকে সমাহিত করা হয়।

অতঃপর সাহাবীদের সাথে আলোচনার পর পরিখা খননের সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হলে মহানবী (সা.) নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং মুসলমান সেনাবাহিনীর অবস্থানের জন্য **সিলাহ্** পাহাড়ের সামনের স্থানটি নির্ধারণ করেন। সাহাবীরা পরিখা খননের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জামাদি যেমন বেলচা, কুড়াল, কোদাল প্রভৃতি জড়ো করেন এবং মহানবী (সা.) পরিখার একেকটি অংশ খননের দায়িত্ব একেক গোত্রের ওপর ন্যস্ত করেন। এভাবে সাহাবীরা প্রত্যেকে পালাক্রমে তাদের জন্য নির্ধারিত পরিখা খনন করতে থাকেন এবং মহানবী (সা.) নিজেও এই খননকাজে অংশগ্রহণ করেন। যারা আগেই নিজেদের কাজ শেষ করে ফেলত তারা অন্যদের সাহায্য করতে চলে যেত, এভাবে সবার খননকাজ একইসাথে সম্পন্ন হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, মদীনা শহরটি যেহেতু বাড়িঘর, গাছপালা এবং পর্বতের কারণে তিন দিক থেকে মোটামুটি সুরক্ষিত ছিল, শুধুমাত্র সিরিয়ার দিকটি এমন ছিল যেদিক থেকে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারত তাই মহানবী (সা.) সেই অরক্ষিত অংশে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি স্বহস্তে চিহ্ন একে প্রত্যেক ১৫ ফুট জায়গার জন্য দশজনের একটি দলকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এক্ষেত্রে একটি মধুর সমস্যার সৃষ্টি হয় আর তা হলো, প্রত্যেক দলই চাচ্ছিল, সালমান ফার্সী যেন তাদের দলে থাকে। কেননা একমাত্র তিনিই পরিখা খননের বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। সাহাবীরা এ কথা বলে বিতর্ক করতে থাকেন যে, তিনি কি মুহাজির সাব্যস্ত হবেন নাকি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই যেহেতু তিনি মদীনায় এসেছিলেন তাই আনসার বলে গণ্য হবেন? মহানবী (সা.)-এর কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে তিনি (সা.) বলেন, সালমান মুহাজিরও না আর আনসারও না, বরং **'সালমানু মিন্না আহলাল বাইত'**, অর্থাৎ সালমান আমার আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। এরপর থেকে সালমান (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর পরিবারের সদস্য মনে করা হতো।

যাহোক, এরপর পরিখা খনন করা শুরু হয়। সাহাবীরা শ্রমিকদের পোশাক পরিধান করে কাজে নেমে পড়েন। খননের এ কাজটি খুব কঠিন ছিল, কেননা তখন ছিল শীতকাল। যার ফলে সাহাবীরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যক্তিগত অন্যান্য কাজকর্মও পুরোপুরি বন্ধ ছিল, তাই তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং চরম ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে হয়েছিল। তবুও তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে রাতদিন কাজ করতেন। কিছু লোক মাটি খনন করতেন আর বাকিরা মাটি বহন করে ফেলে আসতেন। মহানবী (সা.) স্বয়ং বেশির ভাগ সময় পরিখার কাছে অবস্থান করতেন এবং পরিখা খনন ও মাটি ফেলার কাজে অংশ নিতেন। কাজের সময় সাহাবীদের মাঝে প্রফুল্লতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বিভিন্ন পঙক্তি পাঠ করতেন এবং সাহাবীরাও পঙক্তির মাধ্যমে এর উত্তর দিতেন। একবার তিনি সাহাবীদের কষ্ট ও ক্ষুধার তারণা দেখে বলেন,

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ ... فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ والْمُهَاجِرَةِ

(উচ্চারণ: **"আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশাল্ আখিরাতি ... ফাগফির লিল আনসারি ওয়াল মুহাজিরাতি"**)

অর্থাৎ, **হে আল্লাহ! পারলৌকিক বিলাসিতাই প্রকৃত বিলাসিতা। অতএব, তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও।**

তখন আনসার এবং মুহাজিররা এর প্রত্যুত্তরে বলেন, نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا *** عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا (উচ্চারণ: **"নাহনুল্লাযীনা বাইয়ায়ূ মুহাম্মাদা ... আলাল্ জিহাদি মা বাকীনা আবাদা"**) অর্থাৎ, **আমরা সেই দল যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে আমৃত্যু জিহাদের শর্তে বয়আত করেছি।**

হযরত বারা'আ বিন আযিব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'আমি মহানবী (সা.)-কে খন্দকের দিন মাটি বহন করা অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। এ মাটি বহন করার কারণে তাঁর পবিত্র দেহ ধূলি ধূসরিত হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় তাঁকে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম,

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا،

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا،

إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

(উচ্চারণ: **"আল্লাহুম্মা লাও লা আনতা মাহতাদাইনা ... ওয়ালা তাসাদ্দাকনা ওয়ালা সাল্লাইনা,**
ফাআনযিলান সাকীনাতান আলাইনা ... ওয়া সাব্বিতিল্ আকদামা ইন্ লা কাইনা,
ইন্নাল্ উলা কাদ বাগাও আলাইনা ... ওয়া ইন আরাদূ ফিতনাতাল্ আবাইনা")

অর্থাৎ, **হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, আমরা দান-খয়রাত করতাম না এবং নামায আদায় করতাম না। অতএব আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করো এবং কাফিরদের সাথে যদি আমাদের মোকাবিলা হয় তাহলে আমাদেরকে ধৈর্য দান করো। তারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করেছে। যদি তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে আমরা কখনোই মাথা নত করবো না।**

একদিন মহানবী (সা.) অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর বামদিকে একটি পাথরের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে মানুষকে বাধা দিচ্ছিলেন যেন মানুষের কারণে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে না যায়। মহানবী (সা.) হঠাৎ জেগে উঠে বলেন, তোমরা আমাকে জাগালে না কেন? অতঃপর তিনি পুনরায় কাজ করতে আরম্ভ করেন। পরিখা খননের কাজে মহানবী (সা.)-এর অংশগ্রহণ এবং তাঁর দোয়ার কল্যাণে

সাহাবীরা নিজেদের কষ্ট এবং পরিশ্রমের চাপ ভুলে যেতেন। এভাবে বিভিন্ন রেওয়ায়েত অনুযায়ী ৬ দিন, ১৫ দিন, ২০ দিন কিংবা ৩০ দিনে পরিখা খনন সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যায়। তবে ১৫ বা ৩০ দিনের বর্ণনা অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এর দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে তিন মাইল এবং প্রশস্ত ছিল তের-চৌদ্দ ফুট এবং গভীরতা ছিল ১০-১১ ফুট। পরবর্তীতে এ পরিখাটি **বাতহান** উপত্যকার পানির প্রবাহে মাটির সাথে মিশে যেতে থাকে বা ছোট হয়ে যেতে থাকে যা ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত দৃশ্যমান ছিল, তবে নবম শতাব্দীতে এসে এর চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আহযাবের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় অনেক নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। পরিখার মাটি পাথুরে হওয়ায় কাটা যাচ্ছিল না। একটি বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) এটি দেখে কিছু পানি চেয়ে নেন এবং তাতে তিনি থুথু ছিটিয়ে দেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন এবং সেই পানি এ পাথুরে ভূমিতে ছিটিয়ে দেন যার ফলে সেই ভূমি নরম বালুর মতো হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে হযরত সালমান ফার্সী (রা.) একটি পাথর ভাঙতে পারছিলেন না। তখন মহানবী (সা.) তাঁর হাত থেকে কোদাল নিয়ে সেটিতে আঘাত করেন এবং তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, পরিখা খননের সময় একটি পাথর কোনোভাবেই ভাঙা যাচ্ছিল না। মহানবী (সা.)-কে বিষয়টি অবগত করা হলে তিনি এসে নিজে কোদাল হাতে নিয়ে সেটিতে আঘাত করেন। প্রথমে একটি আঘাত করেন, সাথে সাথে সেখান থেকে স্ফুলিঙ্গ বের হয়। এর একটি অংশ ভেঙে যায় আর মহানবী (সা.) উচ্চৈঃস্বরে **আল্লাহু আকবার** পাঠ করেন এবং বলেন, **আমাকে সিরিয়ার চাবি দেখানো হয়েছে এবং খোদার কসম! সিরিয়ার রক্তিম প্রাসাদসমূহ আমার চোখের সামনে ভাসছে।** এরপর দ্বিতীয়বার আঘাত করেন, যথারীতি স্ফুলিঙ্গ বের হয়। মহানবী (সা.) আবার উচ্চৈঃস্বরে **আল্লাহু আকবার** পাঠ করেন এবং বলেন, **আমাকে পারস্যের চাবি দেয়া হয়েছে এবং খোদার কসম! শহরগুলোর শুভ্র প্রাসাদসমূহ আমি প্রত্যক্ষ করছি।** এভাবে আরো একটু অংশ ভেঙে যায়। এরপর তৃতীয়বার আঘাত করেন, পুনরায় স্ফুলিঙ্গ বের হয়। মহানবী (সা.) আল্লাহু আকবার পাঠ করেন এবং বলেন, **আমাকে ইয়েমেনের চাবি দেয়া হয়েছে এবং খোদার কসম! সানাআর সিংহদ্বার আমাকে দেখানো হয়েছে।** সাহাবীরা প্রতিবার মহানবী (সা.)-এর সাথে উচ্চৈঃস্বরে **আল্লাহু আকবার** বলেন। এভাবে পুরোটা পাথর ভেঙে নিচে পড়ে যায়।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে কাশ্‌ফে তিনটি বিশাল বিজয়ের দৃশ্য দেখিয়ে সাহাবীদের মাঝে প্রত্যাশা ও প্রফুল্লতার চেতনা সৃষ্টি করেছেন। মুনাফিকরা এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনে হাসি-তামাশা করে এবং বলে, এমন অসহায় অবস্থায় মুহাম্মদ (সা.) এ বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন! অথচ তোমরা নিজেদের বাঁচাতে পরিখা খনন করছ আর তোমাদের এতটুকু সামর্থ্যও নাই যে, তোমরা এখান থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও যাবে! পরবর্তীতে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কতক মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় আর বেশিরভাগ খলীফাদের যুগে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে যা মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তির কারণ হয়েছিল।

খন্দকের যুদ্ধে খাবার সম্পর্কিত অনেকগুলো নিদর্শনের একটি হলো, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) যিনি অনেক ক্ষুধার্ত ছিলেন আর ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেছিলে। তিনি দেখেন,

মহানবী (সা.)ও পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। তাই তিনি তাঁর (সা.) কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের বাড়িয়ে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলেন, বাড়িতে খাবার মতো কী আছে? তার স্ত্রী বলেন, এক সা (প্রায় ৩ কেজি) জব এবং একটি ছাগল আছে। হযরত জাবের (রা.) ছাগল জবাই করেন এবং তার স্ত্রী আটার খামির প্রস্তুত করেন। এরপর তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, তুমি খাবার প্রস্তুত করো, আমি মহানবী (সা.)-কে আসতে অনুরোধ করছি। তার স্ত্রী বলেন, আমাকে লাঞ্ছিত করো না। খাবার অল্প আছে, তাই মহানবী (সা.)-এর সাথে যেন বেশি লোক না আসে। তিনি ফেরত এসে চুপিসারে মহানবী (সা.)-কে বলেন, আমার বাড়িতে কিছু মাংস এবং জবের আটা আছে। আপনি আপনার কয়েকজন সাথীকে নিয়ে আসুন এবং খাবার খেয়ে নিন। তিনি (সা.) বলেন, খাবার কতটুকু আছে? আমি পরিমাণ উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বলেন, এটুকুই যথেষ্ট। এরপর তিনি (সা.) সমস্ত সাহাবীকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলেন, হে আনসার ও মুহাজিরদের দল! চলো। জাবের আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছে। এর ফলে এক হাজার ক্ষুধার্ত সাহাবী তাঁর সাথে যোগ দেন। সেই সাহাবী একথা ভেবে অত্যন্ত লজ্জিত হন যে, এত মানুষকে তিনি কীভাবে আপ্যায়ন করবেন! এরপর মহানবী (সা.) জাবের (রা.)-কে বলেন, বাড়িয়ে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত যেন তরকারীর পাতিল চুলা থেকে না নামায় এবং ঢেকে রাখে আর রুটি না বানায়। তার স্ত্রীও সাহাবীদের আগমনের কথা শুনে লজ্জিত হন। যাহোক, মহানবী (সা.) তার বাড়িতে গিয়ে প্রশান্তচিত্তে তরকারীর পাতিল এবং আটার পাত্রে দোয়া করে মুখের লালা মিশিয়ে দেন। এরপর বলেন, এখন রুটি বানাতে থাকো। অতঃপর তিনি খাবার বণ্টন শুরু করেন। তিনি (সা.) ঢাকনা সামান্য খুলে তরকারী বের করে আবার ঢেকে দিতেন। এভাবে প্রতিবার দশজনকে ভেতরে এসে খাবার নিতে বলা হয়। এভাবে প্রায় সহস্র সাহাবী পেটপুরে এবং তৃপ্তিসহকারে সেই খাবার খান। হযরত জাবের (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমার বাড়িতে যতটুকু খাবার ছিল সেই খাবারই সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেল; তথাপি একটুও কমে নি। হুযূর (আই.) বলেন, আহযাবের যুদ্ধ সম্পর্কে আরও কিছু কথা আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) জামা'তের সদস্যদের প্রতি আহ্বান করে বলেন, **দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করুন, প্রতিটি স্থানে, সকল দেশের বসবাসকারী, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের আহমদীদেরকে সবধরনের দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা করুন এবং বিশ্ববাসীকেও সেই আগুন থেকে রক্ষা করুন যাতে তারা পড়তে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকল ক্ষমতার অধিকারী। এখনো যদি তারা সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে হয়ত বিপদ কেটে যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা করুন তাদের যেন সুবুদ্ধি হয়,** (আমীন)

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)